দুদকের মামলায় আখিতারা জেলে, এখনো করা হয়নি সাময়িক বরখাস্ত

ভুয়া সনদে নিয়োগ নেওয়ায় দুদকের মামলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারার জেল হাজতে সময় কাটালেও তাকে এখনো সাময়িক বরখাস্ত করেনি স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। এনিয়ে ম্যানেজিং কমিটির ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

গত ১০ জুলাই মেহেরপুরের স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদালতের বিচারক এস এম নাসিম রেজা আখিতারাকে জেল হাজতে পাঠান। অথচ প্রায় দুই সপ্তাহ পার হলেও বিধি লঙ্ঘন করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারাকে এখনো সাময়িক বরখাস্ত না করে নিশ্চুপ রয়েছেন।

জানা গেছে, দুর্নীতি দমন কমিশন, জেলা সমন্বিত কার্যালয় কুষ্টিয়ার উপ-সহকারী পরিচালক মাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নম্বর ০৩/২০২৪, তারিখ ০৫ নভেম্বর ২০২৪।

বাদী তার এজাহারে উল্লেখ করেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান আখিতারা খাতুন ভুয়া সার্টিফিকেট খাঁটি হিসেবে উপস্থাপন করে চাকুরি গ্রহণপূর্বক সরকারি ৮ লাখ ৮২ হাজার ১২৭ টাকা আত্মসাতের অপরাধ করেছেন।

এই মামলায় আরও তিনজন আসামি যুক্ত আছেন। তারা হলেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিনয় কুমার চাকি এবং বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি। উক্ত আসামি তিনজন আখিতারা খাতুনের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশে ভুয়া সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে চাকরিতে নিয়োগ প্রদান করেন।

গত ২৫ মে মেহেরপুর জেলা জজ আদালত চারজন আসামির বিরুদ্ধেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। তিনজন আসামি ইতোমধ্যেই জামিন পেলেও আখিতারাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলুকে জিজ্ঞেস করা হয় আখিতারা খাতুনকে সাময়িক বরখাস্ত

করা হয়েছে কি না। তিনি উত্তরে বলেন, আমি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার জন্য। কিন্তু প্রধান শিক্ষক এখনো করেছেন কি না বলতে পারছি না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম বলেন, আমি বিষয়টি এখনো অবগত নই। খোঁজ নেব এবং এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেব।

এ বিষয়ে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হজরত আলীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, চাকরির বিধি অনুযায়ী বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার বিধান আছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি নানাধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের নামে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বহু নিউজ প্রকাশিত হয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে সিরিজ নিউজ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলাও চলমান। বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের একটি মামলায় চার্জশিটভুক্ত আসামি এবং আরও তিনটি মামলা চার্জশিটের অপেক্ষায়।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের এই মাত্রার স্খলন থাকলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন কতটা নিরাপদ সেটি একটি বড় প্রশ্ন। এলাকার সাধারণ মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাদের দাবি, অতিসত্বর প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রশ্নে সংশ্লিষ্টদের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

ঝিনাইদহে কোটি টাকার লোকসানে দুই সমিতির জেলেরা

হাইকোর্টের নির্দেশে নবগঙ্গা নদীর বাঁধ অপসারণ করছে প্রশাসন। কিন্তু নিরিহ ইজারাদারদের কি হবে সে কথা ভাবেনী নদী কর্তৃপক্ষ। আর তাইতো কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পথে বসতে

যাচ্ছে জেলেরা।

চাঁদপুর বাওড়, পৌলানপুর রুপদহ শাপলা সমিতির সভাপতি আব্দুল আলিম বলেন, আমরা সরকারের সকল প্রকার নিয়ম নীতি মেনে ১৬-০২-২০২২ ইং তারিখে (৩ ফালগুন, ১৪২৮ বাংলা) ঝিনাইদহ জলমহলটির ইজারা চুক্তি সম্পাদন করেন, ১৪২৮-১৪৩০ সন পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে বার্ষিক ৬,৬০,০০০(ছয় লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ইজারা মূল্যে দিয়ে বাড়ও ইজারা নিয়ে কোটি কোটি ব্যয় করে মাছ দিয়েছি আর কিছুদিন পরই মাছ ধরা হবে।

কিন্তু আমাদের কোন প্রকার নোটিশ অথবা না জানিয়ে রাতের আধারে বাঁওড়ের বাঁধ কেটে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। হরিণাকুন্ডু সহকারী ভূমি কর্মকর্তা সরেজমিনে থেকে বাঁধ অপসারণ করেছেনে। এসময় আমরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশেই বাঁধ অপসারণ করা হচ্ছে। আমরা হাইকোর্টের নির্দেশানা দেখতে চাইলে তিনি কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারেননি।

এছাড়াও স্থানীয়দের নিকটও চড়াদরে মাটি বিক্রিয় করেছেন তিনি। এব্যাপারে স্থানীয়দের নিকট জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, আমরা এমনি এমনি মাটি নেয়নি ৯’শত থেকে ১ হাজার ১২ শত টাকা দিয়ে মাটি ক্রয় করেছি।

সমিতির সভাপতি আরো বলেন, সরকারের বেঁধে দেওয়া সময় অনুয়ায়ী আমাদের হাতে আরো ২ মাস সময় রয়েছে। কিন্তু সময়ের আগে কোন কিছু না জানিয়ে বাঁধ অপসারণ করে আমাদের পথে বসিয়েছেন প্রশাসন। হঠাৎ বাঁধ কেটে দেওয়ায় এক দিকে যেমন কোটি কোটি টাকার মাছ উন্মুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে এলাকার শতশত মানুষ মাছ ধরে নিয়েছেন।

অন্যদিকে হিজলি কাপাশহাটিয়া ঘোরদহ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সভাপতি ইন্দ্রজিত হালদার এলাকার দূস্থ জেলেদের নিয়ে সরকারের সকল প্রকারের নিয়ম নীতি মেনে ১৪,১৫,০০০ চৌদ্দ লক্ষ পনের হাজার টাকা ব্যাংক চালান ফরম টি,আর ফরম নং (এস,আর,৩৭ দ্রষ্টব্য) টাকা দিয়ে বাওড় ইজারা নিয়েছেন। যা বুঝে পাওয়ার আগেই হঠাৎ করেই বাওড়ের বাঁধ কেটে দেওয়ায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে।

চলতি সমিতির মেয়াদ শেষ হতে ২ মাস বাকি নতুন সমিতি বুঝে পাওয়া আগে বাঁধ অপসারণে ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে জেলেরা আর তাইতো জেলেদের কথা ভেবে নিশ্চয়ই সুবিচার করবেন প্রশাসন এমনটাই দাবি ক্ষতিগ্রস্থ

দুই সমিতির জেলেদের।

এ ব্যাপারে হরিণাকুন্ডু উপজেলা সহকারী কমিশন (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিরুপমা রায় বলেন, আমি কিছুই বলতে পারবো না, আপনি ডিসি স্যারের সাথে কথা বলেন।